পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে জুলাই, ১৯৭৯ ইং : ৬ই রমযান, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩১শে জুলাই ৩৩শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১
কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত মূলনীতি	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
০ রোজার ফজিলত :	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	৬
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ)	৮
	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	৯
	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	১৫
	অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	
০ কাল্পনো-বিতর্ক :	হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী	১৮
	অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	
০ আহমদী মেয়ের পণ : (কবিতা)	মোঃ সলিমুল্লা	২১
০ অসিয়তকারী বন্ধুগণের জন্য জরুরী এলান :	সেক্রেটারী অসিয়ত, বাঃ আঃ আঃ	২২
০ সংবাদ :		২৩
সাফল্যের সহিত 'কায়েদ সম্মেলন'		
আহমদনগর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা		
০ পাদ্রী সাহেবের সহিত মনোজ্ঞ আলোচনা		
০ মুবাল্লেগীন রিফ্রেশার কোর্স ও ট্রেনিং ক্লাশ	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	

আখবারে আহমদীয়া

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে ভাল। আল-হামদুলিল্লা। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর এবং পূর্ণ সাফল্যের জন্য সদা নিয়মিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

মোহতারম আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ৪ই জুলাই তারিখে সেক্রেটারী মাল জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুন্দর বন জামাত পরিদর্শনে যান এবং চুয়াডাঙ্গা হইয়া ২৮শে জুলাই ঢাকা ফিরিয়া আসেন। সুদীর্ঘ সফরের কারণে তিনি কয়েকদিন জ্বর এবং আমাশয়ে ভুগিয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩০ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৪ই আষাঢ়, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে জুলাই, ১৯৭৯ইং : ১৩শে ওফা, ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত মূলনীতি ও মানদণ্ড

(হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত 'বরাকাতুদ দোওয়া' পুস্তক হইতে অনূদিত)

"নির্ভুল ও বিশুদ্ধ তফসীরের প্রথম মানদণ্ড হইল কুরআনী সাক্ষ্যসমূহ। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখা উচিত যে কুরআন করীম অপরাপর সাধারণ পুস্তকাবলীর ন্যায় কোন পুস্তক নয় যাহা স্বীয় তত্ত্বাবলীর সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ বা প্রকাশের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। বস্তুতঃ ইহা এরূপ এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সৌধের ন্যায়, যাহার কোন একটি ইষ্টকও নড়চড় হইলে সমস্ত সৌধটির স্বরূপ বিকারগ্রস্থ হয়। ইহার কোনও তত্ত্ব এরূপ নয় যাহার সপক্ষে ন্যূনকল্পে দশ বা বিশটি সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআনেই মওজুদ নাই। সুতরাং যদি আমরা কুরআন করীমের কোন আয়াতের একটি অর্থ করি তাহা হইলে আমাদের দেখা উচিত যে, সেই অর্থের তসদীক বা যথার্থতা প্রমানের উদ্দেশ্যে কুরআন করীমের অন্যান্য সাক্ষ্য সমূহ বিদ্যমান আছে কি না। যদি অন্যান্য সাক্ষ্য সমূহ পাওয়া না যায় বরং কুরআন করীমের অন্যান্য সাক্ষ্য সেই অর্থের পরিপন্থী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের বুঝা উচিত যে, সেই অর্থ সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, ইহা অসম্ভব যে, কুরআন করীমে স্ব-বিরোধ থাকিতে পারে। সত্যিকার ও যথার্থ অর্থের এই চিহ্ন যে, কুরআন করীমের মধ্য হইতেই সুস্পষ্ট সাক্ষ্যসমূহের একটি বাহিনী উহার সমর্থকরূপে বিদ্যমান থাকিবে।

দ্বিতীয় মানদণ্ড হইল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তফসীর। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, কুরআন করীমের তত্ত্ব ও অর্থ সর্বাপেক্ষা উপলব্ধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয় ও মহামর্যাদাবান নবী হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম। সুতরাং যদি আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) হইতে কোন তফসীর সপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মুসলমানের কর্তব্য, নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করা। অন্যথায়, তাহার মধ্যে 'এলহাদ" (বিভ্রান্তি) এবং দার্শনিকতার বক্র শিরা আছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

তৃতীয় মানদণ্ড হইল সাহাবার তফসীর। ইহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই যে, সাহাবা (রাযি আল্লাহু আনহুম) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের জ্যোতিসমূহ আহরণকারী এবং নবুওত-জ্ঞানের প্রথম উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উপর আল্লাহতায়ালার বড়ই অনুগ্রহ বিরাজিত ছিল এবং এলাহী সাহায্য-সমর্থন তাহাদের বোধ-শক্তিরসহযোগী ছিল। কেননা, তাঁহারা শুধু কথায় নয় বরং কার্যতঃ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত ছিলেন।

চতুর্থ মানদণ্ড হইল স্বয়ং নিজের পবিত্র ও পরিশ্রুত আত্মা ও মানসিকতা (বা নাফ্‌সে মাতাহ্‌হার)-এর সাহায্যে কুরআনকরীমে গভীর মনোনিবেশ করা। কেননা 'নাফসে মাতাহ্‌হার'-এর সহিত কুরআন করীমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলিয়াছেন لا يمسه الا المطهرون অর্থাৎ কুরআন করীমের বিশুদ্ধ তত্ত্বাবলী একমাত্র সেই সকল ব্যক্তির নিকটই উন্মুক্ত হয় যাঁহারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হইয়া থাকেন। কেননা পবিত্রাত্মা ব্যক্তির উপর কুরআন করীমের পবিত্র জ্ঞানতত্ত্ব পারস্পরিক সামঞ্জস্যের কারণে সুপ্রকাশিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তি স্বয়ং সেগুলিকে শনাক্ত করেন ও শুনিয়া লয়েন এবং তাঁহার অন্তর বলিয়া উঠে যে, হ্যাঁ, এ পথই সঠিক ও সত্য পথ। তাঁহার হৃদয়ের জ্যোতি সত্যকে পরখ ও নির্ণয় করার জন্য একটি উত্তম কষ্টি-পাথর স্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পর্যায়ের অধিকারী না হয় এবং সেই সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া না যায় যে পথের মধ্য দিয়া আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম অতিক্রম করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাই সমীচীন যে মানুষ যেন ঔদ্ধত্য ও অহংকার ভরে পবিত্র কুরআনের তফসীরকার বনিয়া না বসে। অন্যথায়, উহা ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তফসীর বলিয়াই গণ্য হইবে, যাহা হইতে বিরত থাকার জন্য নবী আলাইহিস সালাম নিষেধ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন : من فسر القران برايه فاصاب فقد اخطأ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রায়ের মাধ্যমে কুরআন করীমের তফসীর করিয়াছে, সে নিজ ধারণা অনুযায়ী কত ভাল তফসীরই করিয়া থাকুক না কেন, তথাপি সে (প্রকৃতপক্ষে) খারাপ (বা ভুল) তফসীরই করিয়াছে।"

পঞ্চম মানদণ্ড আরবী ভাষার অভিধানও বটে। কিন্তু কুরআন করীম নিজের উপায় উপকরণ নিজেই এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বহণ করে যে, আরবী অভিধান অন্বেষণের আদৌ প্রয়োজন নাই, তবে অবশ্য উহা অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতার কারণ হয়। বরং কোন কোন সময় অভিধান স্থলনে কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত গোপন সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ফলতঃ কোন কোন রহস্যময় বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ মানদণ্ড হইল আধ্যাত্মিক ধারা বা শৃঙ্খলকে বুঝিবার জন্য পার্থিব ধারা বা শৃঙ্খলের বিদ্যমানতা। কেমনা খোদাতায়ালার কায়েমকৃত এতদউভয় ধারা ও শৃঙ্খলের মধ্যে সার্বিক সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

সপ্তম মানদণ্ড হইল বেলায়েত পর্যায়ের ওহী এবং মাহাদ্দাস। আল্লাহর সহিত বাক্যা

লাপের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি) এর কাশফ্ বা অভিজ্ঞান সমূহ। এই মানদণ্ডটি প্রকৃত পক্ষে সমগ্র মানদণ্ডের উপর পরিব্যাপ্ত। কেননা মুহাদ্দাসিয়ত পর্যায়ের ওহীর অধিকারী ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন ভাজন গুরু নবীর রঙে সম্পূর্ণ রঙীন হইয়া থাকেন, এবং সাক্ষাৎ নবুওত ও নব বিধি-বিধান প্রদান ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ই তাহাকে দেওয়া হয় যাহা শরিয়তবাহী নবীকে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার উপর নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ শরিয়তের প্রকৃত ও সত্যকার শিক্ষা প্রকাশ করা হয় এবং শুধু এইটুকুই নয় বরং অনুগমনভাজন গুরু নবীর উপর যে সকল বিষয় নাজেল করা হয় তাহা সবই তাহার উপর পুরস্কার ও সম্মান স্বরূপ নাজেল করা হয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির তফসীর ও বর্ণনা নিছক অনুমানিক বাক্যব্যয় হয় না বরং তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলেন। এবং উক্ত পথ এই উম্মতের জন্য খোলা রহিয়াছে। এরূপ কখনও হইতে পারে না যে, প্রকৃত ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী উম্মতে কেহই না থাকে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার কীট এবং দুনিয়ার জাঁক-জমক ও জাগতিক গৌরব ও মর্যাদার অভিলাসে লিপ্ত ঐরূপ ব্যক্তিই নবুওত-জ্ঞানের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হইবে—তাহা কখনও সম্ভব নয়। কেননা খোদাতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, মুতাহহার (পবিত্রাত্মা) গণ ব্যতীত আর কাহাকেও নবুওত-জ্ঞানপ্রদান করা হইবে না। অন্যথায়, ইহা তো পবিত্র জ্ঞানের সহিত খেলা করার নামান্তর হইবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কলুসিত অবস্থা সত্বেও 'ওয়ারেশুন নবী" হওয়ার দাবী করে। ইহা এক চরম অজ্ঞানতার কথা যে, উম্মতে উক্ত (প্রকৃত) ওয়ারিশগণের বিদ্যমানবতাকে অস্বীকার করা হয় এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে নবুওতের রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্বাবলী এখন শুধু একটি বিগতকালের কাহিনী হিসাবে স্বীকার করা উচিত এবং সেগুলির অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত নাই ও তাহা সম্ভবপরও নয় এবং উহাদের কোন দৃষ্টান্তও মওজুদ নাই। বিষয়টি তদ্রূপ নয়। কেননা, তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ইসলাম জীবিত ধর্ম (জিন্দা মজহব) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, বরং অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহাও মৃত ধর্ম বলিয়াই সাব্যস্ত হইত। এমতাবস্থায় নবুওতের আকীদা বা বিষয়ও শুধু একটি বিগত কাহিনী বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহা অতীত ও প্রাচীনকালের ইতিহাস হইতেই উদ্ধৃত হইত। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহা চাহেন নাই। কেননা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, ইসলামের জীবন ও সজীবতার প্রমাণ এবং নবুওতের নিশ্চিত সত্যতা যাহা সদা সর্বকালে ওহীর অস্বীকারকারীগণকে নিরুত্তর ও নির্বাক করিতে পারে তাহা শুধু এই অবস্থাতেই কায়েম থাকিতে পারে যে, ওহীর ধারাবাহিকতা মুহাদ্দাসিয়তের রঙে চিরকালের জন্য অব্যহত থাকে। সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন।"

("বারাকাতুদ দোওয়া নুঃ ১৭—২৪)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হাদিস শরীফ

মৃত্যু ও মৃত্যুকালে যাইয়া দেখাশোনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৫৬। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "জানাযা লইয়া যাওয়াতে তাড়াতাড়ি করিবে। যদি মৃত ব্যক্তি নেক (সাধু, সুজন) হইয়া থাকে, তবে তোমরা তাহাকে আলোর দিকে, মঙ্গলের দিকে শীঘ্র নিয়া গেলে। সে সালেহ (সজ্জন) না হইয়া থাকিলে তোমরা তাহাকে দাফন করিয়া তোমাদের স্কন্ধ হইতে মন্দের বোঝা শীঘ্রই অবতরণ করিলে।"

৩৫৭। হযরত হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু) বলেন: "হযরত তালহা বিন বারা-বিন-আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) অসুস্থ হইলেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার 'ইয়াদতের' (রোগীকে যাইয়া দেখার) জন্য গমন করিলেন। তিনি (সাঃ) অবস্থা দেখিয়া ফরমাইলেন: "তালহার অবস্থা সংকটাপন্ন। মৃত্যুর লক্ষ্মাবলী স্পষ্ট। যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে আমাকে সংবাদ দিবে এবং মৃত্যুর পর ধোয়ানো ও কাফন পরানো ইত্যাদি কার্যে—অনুবাদক] ত্বরা করিবে। কারণ মুসলমান মুর্দারকে অধিক সময় গৃহবাসীর মধ্যে আটক রাখা উচিৎ নয়। ['আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইয, 'বাবু তায়জীলুল জানায়েয, ২ : ৪৫০ পৃঃ]

৩৫৮। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযার সঙ্গে (শবযাত্রায়) সাওয়াবের নিয়েতে যায় এবং তাহার দাফন হওয়া পর্যন্ত থাকে, সে দুই 'কিরাত' সাওয়াব লইয়া প্রত্যাগমন করে এবং যে ব্যক্তি দাফন হওয়ার পূর্বে ফেরে সে শুধু এক 'কিরাত' সাওয়াব পায়।" [বুখারী, 'কিতাবুল-ঈমান, 'বাবু ইত্তেবায়েল জানাযেযে মিনাল-ঈমান, ১ : ১২ পৃঃ]

৩৫৯। হযরত উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্ত্রীলোকেরা যখন তাঁহার কন্যা জাইনাবকে গোসল দিতে ছিলেন তখন ইরশাদ ফরমাইলেন: "ডানদিক হইতে গোসল দেওয়া শুরু করিবে এবং প্রথমে ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধুইবে।" ['বুখারী, 'কিতাবুল জানাইয, 'বাবু ইউযদা বিল-ইমিনিল মাইয়েতে, ১ : ১৬৭ পৃঃ]

৩৬০। উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লাহুতায়ালাহা বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্ত্রীলোকদিগকে জানাযার সহিত যাওয়া হইতে বারণ করিতেন। কিন্তু এ সম্পর্কে অধিক শক্ত হইতেন না।" [বুখারী, কিতাবুল জানাইয, ১ : ১৭০ পৃঃ]

৩৬১। হযরত আয়েশাহ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত ফরমাইয়াছেন : "যে মৃত ব্যক্তির জানাযা একশত মুসলমান পড়ে এবং তাহারা সকলে তাহার ক্ষমার জন্য সুপারিশ (দোয়া) করে, তাহাদের দোয়া কবুল হইবে।" ['মুসলিম, 'কিতাবুল জানাইয, -২ : ৩৭৫ পৃঃ]

৩৬২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়ায়াহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে দিন নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, তিনি তাঁহার সাহাবাগণ সমেত নামাযের স্থানে গমন করিলেন এবং নাজাশীর 'জানাযা গাইব' পড়াইলেন এবং চার বার তকবীর কহিলেন।" [বুখারী 'কিতাবুল জানাইয, 'বাবুরাজুলু ইয়ানযি ইলা আহলিল মাইয়েত্তে বি-গাফসিহ, ১ : ১৬৬ পৃঃ]

৩৬৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক জানাযা পড়াইলেন এবং উহাতে এই দোয়া করিলেন :

"খোদা আমাদের, আমাদের জীবিত ও আমাদের ওফাত-প্রাপ্ত, আমাদের ছোটো, আমাদের বড়, আমাদের পুরুষ ও আমাদের স্ত্রীলোক, আমাদের উপস্থিত যাহারা এবং আমাদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত নয়, সকলকেই ক্ষমা কর। খোদা আমাদের, যাহাকে তুমি তাহাদের মধ্যে জিন্দা রাখ, তাহাকে ইসলামের উপর জিন্দা রাখিও এবং যাহাকে তুমি মৃত্যু দাও, তাহাকে ঈমানের উপর ওফাত দিও। খোদা আমাদের, তুমি এই মৃত ব্যক্তির সওয়াব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিও না এবং আমাদিগকে যাবতীয় ফিৎনা হইতে তাহার লোকান্তরিত হওয়ার পর নিরাপদ রাখিও।"

('তিরমিযি, কিতাবল জানায়েয, বা 'ইয়াকুলু ফিস সালাতে আখাল মাইয়েতে' ১ : ১২১ পৃঃ)

৩৬৪। হযরত আউফ বিন মালেক রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন : "একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জনাযার নামায পড়াইলেন। উহাতে তিনি যে দোয়া চাহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। তিনি (সাঃ) দোয়া করিয়াছিলেন :

"খোদা আমাদের, তুমি তাহার ত্রুটি মোচন কর। তাহার প্রতি দয়া কর। তাহাকে সাচ্ছন্দ্য দাও। তুমি তাহাকে ক্ষমা কর,। তাহার স্থান ভাল এবং সম্মানিত কর। তাহার কবর বিস্তীর্ণ কর। তাহাকে পানি, বরফ ও শিলা দ্বারা গোসল দাও (অর্থাৎ, তাহাকে ঠাণ্ডা পৌঁছাও)। তাহাকে গোনাহ ভুল ভ্রান্তি হইতে এমনি পবিত্র কর, যেমন ময়লা কাপড় ধোওয়ার পর পরিস্কার হয়, তাহাকে তাহার পার্থিব গৃহের পরিবর্তে অনেক উৎকৃষ্ট বাড়ী দাও পৃথিবীতে তাহার পরিজন হইতে উৎকৃষ্ট আত্মীয় পরিজন দাও। পৃথিবীস্থ বিবি হইতে ভাল বিবি দাও। তাহাকে জান্নাতে দাখিল কর। তাহাকে কবর এবং দোযখের আগুন হইতে রক্ষা কর।"

(ক্রমশঃ)

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার

রোযার ফজিলত ও নিয়মাবলী (হাদিসের আলোকে)

রমযানের রোযা সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

(১) "রোযা এবং কুরআন মানবের জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে : হে প্রভু। আমি তাহাকে দিবা ভাগে আহার ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত রাখিয়া ছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারিশকারী কর। কুরআন বলিবে : আমি তাহাকে রাত্রের ঘুম হইতে বিরত রাখিয়া ছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারিশ-কারী কর। এইভাবে উভয়ে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে।" (বাইহাকী)

(২) "যে কেহ মিথ্যা আলাপ এবং অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ না করে, আল্লাহর প্রয়োন নাই যে সে পানাহার পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ রোযা রাখে)।" (বোখারী, মোসলেম)

(৩) "কত রোজাদার আছে যাহাদের রোজা হয় না, পরন্তু তাহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা সার ; এবং কত রাত্রের নামাযী আছে, যাহাদের নামায হয় না রাত্রি জাগরণ সার " (দায়লামী)

(৪) "আদম সন্তানের প্রত্যেক পুণ্যকার্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সত্তর গুণ পর্যন্ত হইবে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে। রোজাদারের দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোজা এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল প্রভুর সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের (যিকরে ইলাহি জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ অতএব যখন তোমাদের কেহ রোজা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করিবে না অথবা চেঁচামেচী করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে, তাহা হইলে বলিও, আমি রোযাদার।"
(মুসলিম ও বুখারী)

(৫) "যখন রমযান আসিত, আল্লার রসুল (সাঃ) সকল কৃতদাসকে মুক্ত করিতেন এবং সকল সায়েলকে (আবেদন কারী, ভিক্ষুককে) দান করিতেন।" (বাইহাকী)।

(৬) "আল্লাহর রসুল মানব কুলের মধ্যে সেরা দানশীল ছিলেন এবং রমযানে তাহার দান কার্য চরমে পৌঁছিত।" (মুসলিম ও বুখারী)

(৭) "আল্লার রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় অগণিত বার দাঁত মাজিতেন।"
(তিরমিযি, আবু দাউদ)

(৮) "রোযাদার গড়গড়া করিয়া মুখ হইতে পানি ফেলিয়া দিবার পর তাহার মুখে যে পানি থাকিয়া যায়, মুখের লালার সহিত উহা গিলিলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে কফ গিলিবে না। যদি কেহ কফ সংযুক্ত লালা গিলে, আমি (আল্লার রসুল—সাঃ) বলিনা যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।" (বুখারী)

(৯) "রোযা অবস্থায় যে ভুলে পানাহার করে সে যেন রোযাকে পূর্ণ করে (অর্থাৎ রোযা না ভাঙ্গে) কারণ আল্লাহ তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন" (বোখারী, মুসলেম)

(১০) "রোযা অবস্থায় কেহ বমি করিলে উহার জন্য কাযা করিতে হইবে না এবং ইচ্ছা করিয়া বমি করিলে কাযা করিতে হইবে।" (তিরমিযি ইবনে মাজা, আবু দাউদ)

(১১) "এক ব্যক্তি আল্লার রসুল (সাঃ)-কে বলিল: আমার চক্ষে দোষ আছে। আমি কি সুরমা ব্যবহার করিতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ।" (তিরমিযি)।

(১২) "এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন: আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি (মক্কা মদিনার মধ্যবর্ত্তী) আরজ (নামক) স্থানে আল্লাহর রসুল (সাঃ) পিপাসা ও উত্তাপে (কাতর হইয়া) তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতেছিলেন।" (মালেক, আবু দাউদ)।

(১৩) "তিনটি বিষয়ে রোযা ভাঙ্গে না—রক্তক্ষরণ, বমি, স্বপ্ন দোষে।" (তিরমিযি)।

(১৪) আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে আল্লার রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় তাঁহাকে চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করিতেন, তবে তিনি তাঁহার কাম রিপুর উপর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংযম শক্তির অধিকারী ছিলেন। (মোসলেম, বুখারী)

(১৫) আবু হোরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন: এক ব্যক্তি রসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন করা সম্বন্ধে। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে একই আবেদন জানাইল। তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। যাহাকে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ ছিল এবং যাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে যুবক ছিল। (আবু দাউদ)

সংকলন ও অনুবাদ—মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ

শুভ বিবাহ

বিগত ৬ই জুলাই ১৯৭৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুম্মা নারায়নগঞ্জের ১৯০/১, কলেজ রোড নিবাসী মৌঃ বদরউদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব সইনউদ্দিন আহমদ, এম, এ (কায়েদ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া নারায়ণগঞ্জ) এর শুভ বিবাহ রিকাবীবাজার নিবাসী জনাব এম, এম, এ, রউফ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ উম্মেকুলসুম (চায়না)-এর সহিত ২০,০০১ (বিশহাজার এক এক টাকা) দেন মোহর ধার্যেনারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদ মিলনায়তনে সুসম্পন্ন হয়।

জনাব মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব উক্ত বিবাহের এলান করেন। উক্ত বিবাহ মজলিশে উপস্থিত সমস্ত মোমিন ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের সমন্বয়ে উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য ইজতেমায়ীভাবে দোয়া করেন জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব (নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ)

সকল আহমদী ভাইবোনদের খেদমতে দ্বীন ও দুনিয়াবী দিক দিয়া এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোযা-তত্ব

"যদি মানুষ নিষ্ঠা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদাতায়ালার নিকট নিবেদন জানায় যে এই (রমজানের) মাসে আমায় বঞ্চিত রাখিও না, তাহা হইলে খোদা তাহাকে বঞ্চিত করেন না এবং এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ রমজান মাসে পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই পীড়া তাহার জন্য রহমত হইয়া থাকে, কারণ প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হইল নিয়ত। মোমেনের কর্তব্য, যেন সে নিজেকে খোদাতায়ালার পথে সাহসী সাব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি রোযা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহার অন্তরে এই নিয়ত মর্মবেদনার সহিত বিরাজমান থাকে যে, হায় আমি যদি সুস্থ থাকিতাম এবং এজন্য তাহার অন্তর কাঁদে, তাহা হইলে ফেরেশতা তাহার জন্য রোজা রাখিবে। তবে শর্ত এই যে সে যদি বাহানা না করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে সওয়াব হইতে বঞ্চিত করিবেন না। ইহা এক সূক্ষ্ম বিষয় যে (নিজের নফসের শিথিলতার জন্য) যদি কোন ব্যক্তির নিকট রোজা বোঝা স্বরূপ হয় এবং সে মনে করে যে আমি পীড়িত এবং আমার স্বাস্থ্য এমন যে এক ওয়াক্ত খাবার না খাইলে অমুক অমুক উপসর্গ দেখা দিবে এবং নানারূপ কষ্ট হইবে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি যে খোদাতায়ালার নেয়ামতকে নিজের উপর বোঝা মনে করে কেমন করিয়া সে ঐ সওয়াবের যোগ্য হইবে? হাঁ, ঐ ব্যক্তি যাহার অন্তর ইহাতে আনন্দ অনুভব করে যে রমযান আসিয়া গিয়াছে, আমি ইহার জন্য অপেক্ষমান ছিলাম যে রমজান আসুক এবং আমি রোযা রাখিব কিন্তু সে যদি অসুখের জন্য রোযা রাখিতে না পারে তাহা হইলে সে আকাশে রোজা হইতে বঞ্চিত নহে। এই দুনিয়ার অনেকে বাহানা অন্বেষী, এবং মনে করে যে, আমরা যেভাবে দুনিয়ার মানুষকে ধোকা দিই সেই ভাবে খোদাকেও ধোকা দিব। বাহানা-অন্বেষী নিজের পক্ষ হইতে নিজেই মসলা বানায় এবং কষ্ট-কল্পনা শামিল করিয়া ওজরগুলিকে সহী সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সে সব সহী নহে। বাহানার দরজা বড়ই প্রশস্ত। মানুষ চাহিলে সারা জীবন বসিয়া নামায পড়িতে পারে এবং রমযানের রোযা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার এরাদা এবং নিয়তকে জানেন। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রাখে, খোদা জানেন যে তাহার অন্তরে দরদ আছে এবং খোদা তাহাকে (প্রাপ্য) সাওয়াবের অতিরিক্তি দিয়া থাকেন। কারণ অন্তরের বেদনা এক সম্মানযোগ্য বিষয়। বাহানাকারী মানুষ ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে, কিন্তু খোদার নিকট ব্যাখ্যার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোযা রাখিয়াছিলাম তখন একবার একদল নবী (কাশ্‌ফে) আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা বলিয়াছিলেন, তুমি কেন নিজেকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়াছ? ইহা হইতে বাহির হও। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার জন্য কষ্টে ফেলে, তখন তিনি স্বয়ং মা বাপের ন্যায় রহম করিয়া তাহাকে বলেন, তুমি কেন কষ্টে পড়িয়া আছ।" (বদর, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

অনুবাদ: মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৯৬১ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যাহারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহতায়ালাকে আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেক অবস্থায় রক্ষক ও সহায় হন।

এরূপ ব্যক্তিগণ চরম নির্যাতন সহ্য করিয়াও কুরআন করীমের আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চলে এবং জুলুমের দ্বারা জুলুমের মোকাবেলা না করিয়া, তাহারা সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্খার দ্বারা জুলুমের প্রতিকার করে।

দোয়া করুন আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের সকলকে এরূপ মর্যাদা প্রদান করেন, যাহাতে আমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহতায়ালার আশ্রয়াধীনে আসিতে পারি।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন :—

ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وھو یتولی الصالحین (الاعراف)

অতঃপর বলেন—

পৃথিবীতে অত্যাচারিত ব্যক্তি দুই প্রকারের। এক অত্যাচারিত ব্যক্তি এরূপ আছে যে, তাহার উপর যখন জুলুম করা হয়, তখন সে নিজে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। যখন তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন সেও কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। যখন তাহার প্রতি কোন দোষারূপ বা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, তখন সেও তাহার শত্রুর প্রতি দোষারূপ ও মিথ্যা অভিযোগ করে। যখন দুনিয়ায় তাহার বিরুদ্ধে তাহার অবমাননার্থে ষড়যন্ত্র করা হয়, তখন সে তাহার বিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধবাদীর মোকাবেলায় তাহার পরিচালিত প্রচেষ্টার উপর ভরসা করে কিম্বা সে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করে অথবা তাহার জ্ঞান, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা, পরিবার-পরিজন এবং দল বলের উপর ভরসা করে। সহস্র সহস্র প্রতিমা রহিয়াছে, যাহাদের উপর সে ভরসা করে ও তাহাদের পূজা করে, এবং ফলে জুলুমের মোকাবেলায় তাহারা জুলুম মূলক প্রচেষ্টার দ্বার জুলুমকে ধারাবাহিক গতিতে চালিত করে। উহাকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা করে। সে জুলুমকে নির্মূল করার চেষ্টা করে না, বরং উহাকে দীর্ঘসূত্রতার চক্রে ফেলিয়া চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম রাখিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার প্রতিমা-উপাসক বা স্বল্পজ্ঞানী বা মূর্খ অথবা অসংযত ব্যক্তিগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার গযব ও কহরের দোযখে নিপতিত হইবে, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে একজন অত্যাচারী এবং অপর জন অত্যাচারিত রূপে পরিলক্ষিত হউক না

কেন। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, অনেক হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি এমনও আছে, যাহারা উভয়ই খোদার গযব ও কহরের দোযখে নিপতিত হয় কেননা যে ব্যক্তি বাহ্যিকদৃষ্টিতে অত্যাচারিতরূপে দেখা যায় সে প্রকৃত পক্ষে এই জন্য মজলুম হিসাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার অত্যাচার মূলক কার্যকলাপ ঘটনাক্রমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার মোকাবেলায় জালেম ব্যক্তির অত্যাচার মূলক কার্যকলাপ ঘটনাক্রমে সফল হইয়াছে। যদিও জগদ্বাসীর দৃষ্টি বাহ্যতঃ নির্যাতিতকে বস্তুতঃ নির্যাতিতরূপে ধরিয়া লয়, কিন্তু আল্লাহতায়ালার দৃষ্টি সেইভাবেই জালেম আকারে দেখে, যেভাবে সেই ব্যক্তিকে জালেম আকারে দেখে যাহার অত্যাচার মূলক প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। আল্লাতায়ালা তাহাদের মধ্যে একজনকে ক্রোধের দৃষ্টিতে এবং অপর জনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, বরং উভয়কে তাহাদের নিয়ত ও চেষ্টার কারণে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখেন। উভয়ই জুলুম করিতে মাতিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কথা যে, তাহাদের মধ্যে একজন সফল হয় এবং অপরজন বিফল হয়। যাহাই হউক উভয়েরই উদ্দেশ্য ও চেষ্টা একে অপরের উপর জুলুম করাই ছিল।

মোটকথা এক প্রকার মজলুম সেই ব্যক্তি, যে মজলুম হইয়াও আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে জালেম সাব্যস্ত হয় ও আল্লাহতায়ালার ক্রোধের লক্ষ্যস্থল হয় এবং তাঁহার রহমত ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু কতক আরও মজলুম দুনিয়াতে আমরা এরূপও দেখিতে পাই যে, যখন তাহাদিগকে কেহ গালি দেয়, তখন তাহারা জবাবে গালি দেয় না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে কেহ মিথ্যা রচনা করে, তখন তাহারা ইহার মোকাবেলায় মিথ্যা রচনা করে না। যখন কেহ তাহাদের প্রতি দোষারূপ ও মিথ্যা অভিযোগ করে, তাহারা তদ্রূপ কার্য করে না। যখন তাহাদিগকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়, তনখ তাহারা নিজেদের প্রতিরক্ষার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু নিজেদের শত্রুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে না। যখন তাহাদের প্রিয়গণকে গালমন্দ বলা হয়, তখন তাহাদের বুক ফাটিয়া যায় ও অন্তকরণ ক্ষতবিক্ষত হয়। কিন্তু তাহারা সেই সময় আপন জালাতনকারীদের প্রিয়গণকে কোন প্রকার মন্দ কথা বলে না, বরং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী গণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রিয়গণের নাম পর্যন্তও ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহারা খোদার সেই মনোনিত দল যাহাদের হৃদয় ও আত্মা স্বীকৃতি দেয় এবং তাহাদের মুখে ধ্বনিত হয়— ان ولی الله আল্লাহ যিনি সকল প্রসংসার অধিকারী ও সকল শক্তির উৎস, তিনি আমার সাহয্যকারী ও আমার বন্ধু, আমার প্রভূ। আমার একান্ত অক্ষমতা সত্বেও তিনি আমার প্রতি বন্ধু-সুলভ ব্যবহার করেন। আমার প্রত্যেক প্রকার অবহেলা ও অলসতা ও দূর্বলতা সত্বেও তিনি আমার সহিত প্রীতিকর ও স্নেহময় ব্যবহার করেন ও আমার সাহায্যের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকেন এবং তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি। অতএব এমন কোন কাজ আমি করিতে পারি না, যাহা করার অনুমতি তিনি দেন নাই। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, আমার ধন-সম্পদ, আমার সাহস ও বীরত্ব, আমার জন-বল,

আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিম্বা আমার মর্যাদাকে প্রতিমাস্বরূপ স্থান দেই না, বরং সমস্ত প্রশংসার অধিকারী স্বরূপ আমি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদাকে জ্ঞান করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন যিনি আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, যদি তুমি আমার উপর ভরসা কর, যদি তুমি শুধু আমারই উপাসনা কর, যদি তুমি আমার নির্দ্দেশিত পথ সমুহ অবলম্বন কর, যদি তুমি সেই "সেরাতে মুস্তাকীমে" (সঠিক সরল পথে) চল যাহা আমি আমার কামেল কেতাবের দ্বারা তোমাদের সম্মুখে রাখিয়াছি, তাহা হইলে আমি তোমাদের সাহায্য করিব, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

সুতরাং যে সকল ব্যক্তি খোদাতায়ালার নিকট আত্মসমর্পন করে, যে আপন রবকে জানে ও চিনে এবং তাঁহার কৌশলীদের তত্ত্বজ্ঞান রাখে এবং ইহার ফলে তাহাদের রবের জন্য তাহাদের হৃদয়ে ও তাহাদের 'নফস'-এর উপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে, এবং তাহারা প্রত্যেক প্রকার ফসাদ ও অশান্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে, তাহারা আমার দৃষ্টিতে সালেহ্ ও নিষ্ঠাবানের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আমি তাহাদের জিম্মা লইয়াছি। আমি তাহাদের হেফাজত করিব। যখন তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিব। যখন তাহাদের প্রতিরোধের প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাদের জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া যাইব। যখন তাহাদের উপর শত্রু আঘাত হানিবে, আমার কুদরত তাহাকে পর্যুদস্ত করিবে এবং তাহাদিগকে ধ্বংস ও বিফল হইতে দিবে না। অবশ্য নিষ্ঠাবানের পরীক্ষা করার জন্য, অথবা ইহা প্রকাশ করিবার জন্য যে এই জামাত প্রকৃত পক্ষে নিষ্ঠাবানদিগের জামাত, আমি অবশ্য তাহাদের পরীক্ষা করিব। তাহাদের নিকট হইতে আমি ব্যক্তিগত কুরবানী (ত্যাগ) গ্রহণ করিব। তাহাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইবে। তাহাদের ঘড়-বাড়ী বিধ্বস্ত করা হইবে। তাহাদের প্রাণনাশ করাও হইবে। এতদসত্ত্বেও আমার নিকটে নিজদিগকে আত্মসমর্পণ করী এবং আমার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া উহার স্বাদ অনুভবকারী এই ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত নিজেদের সব কিছু কুরবান করিয়া দিবে, যাহাতে তাহাদের কুরবানী সমূহ এই বাস্তব সত্যের উপরে স্বাক্ষরদান করে যে, এই প্রকার দাবীদার তাহাদের অন্যান্য ভ্রাতাগণও আপন দাবীতে সত্যবাদী। নতুবা মৌখিক দাবী অর্থহীন। আল্লাহ্তায়ালা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কুরবানী গ্রহণ করেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের এই কুরবানীর দ্বারা জামাতের দাবীর সত্যতার উপর মোহরাঙ্কন করে এবং যাহাতে তিনি ইহা প্রকাশ করেন যে ইহাই সেই জামাত যাহার প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত আছে।

আল্লাহ্তায়ালার ولايت 'বন্ধুত্ব' সম্পর্কে কুরআন শরীফ অনেক বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও পরিতৃপ্তি সাধন করেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, তিনি তোমাদের বন্ধু, কিন্তু শয়তান অবশ্য তাহার কাজ করিতেছে। এজন্য মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য সর্বদা ও সর্বক্ষণ

কিরূপে পাইতে পারি? শত্রু গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং আল্লাহর নিকটে আত্ম-সমর্পনকারী জামাত সেই সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত থাকে। কতক এমন শত্রুও থাকে, যাহারা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং খোদার জামাতের ইহাও জানা থাকে না যে, এই লোকগুলি তাহাদের শত্রু না বন্ধু। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য কুরআন করীম আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিয়াছে যে, و الله اعلم باعدا ئكم (সুরা নেসা আয়াত : ৪৬) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে তোমাদিগ হইতে অধিকতর জানেন। তিনি প্রচ্ছন্ন শত্রুদিগকেও জানেন এবং শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং তাহাদের গোপন শত্রুতা সম্বন্ধেও জানেন। যেহেতু তাঁহার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং তোমরা তাঁহাকে আপন বন্ধু বানাইয়াছ, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকা উচিত— و كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا (সুরা নেসা-আয়াত : ৪৬) সেই অস্তিত্বই বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার উপযুক্ত, যাহার জ্ঞান ব্যাপক এবং যাহার কুদরতের মধ্যে কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা নাই। এ বিষয়টি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে সুস্পষ্ট করিয়া তোলার জন্য বলিয়াছেন, যে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন, তখন দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবং তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া ও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরা 'ফাতেরে' আল্লাহ বলিয়াছেন :

و ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الارض انه كان عليما قديرا

(আয়াত : ৪৪)

যখন আল্লাহ্‌তায়ালা বন্ধু হন; তখন তাঁহার বান্দা তাঁহার উপরে এই জন্য ভরসা করে যে, সে জানে, আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাকে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিষ অক্ষম করিতে পারে না। কারণ— انه كان عليما قديرا তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার শক্তি প্রত্যেক জিনিসকে পরিব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কোন গোপন আক্রমণ আল্লাহ্‌তায়ালার উপর করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য যে তিনি عليما সর্ব জ্ঞানী। কার্যকরী আক্রমণও এজন্য সম্ভবপর নয় যে, তিনি قديرا সর্ব শক্তিমান। এমন কোন ব্যক্তি বা দল হইতে পারে না যে খোদাতায়ালা হইতে লুকাইয়া গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। দুনিয়ার এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তু নাই, তেমনিভাবে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও ঐরূপ ক্ষমতা নাই, যাহা কোন কিছুর সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার গৃহীত সিদ্ধান্তের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা তিনি তাঁহার আপন জামাতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার জামাতের বিরুদ্ধে কার্যকরী ও সাফল্য-জনক আক্রমণ হানিতে পারে। তিনি কাদির (সর্বশক্তিমান)। তাঁহার কুদরত প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুকে পরিব্যক্ত করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কিছু ঘটিতে পারে না। যেহেতু তিনি আলীম (সর্বজ্ঞানী) এবং কাদীর (সর্বশক্তিমান) সেই জন্য কোনও কৌশল তাঁহার কৌশলের বিরুদ্ধে সফল হইতে পারে না, তাঁহারই সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে فنعم المولى و نعم النصير (আল-হাজ্জ, আয়াত : ৭৯)

তিনি সর্বোত্তম বন্ধু, সর্বাপেক্ষা সাহায্যকারী এবং তাঁহারই উপর তাঁহার বান্দাগণ এবং তাঁহার জামাত সমূহ ভরসা করিয়া থাকে। আমাদের কেহ কেহ মানবীয় প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ সমূহের কারণে কষ্ট ভোগ করে, উহা এড়াইতে পারে না, কিন্তু আমাদের বক্ষে কাপুরুষ সুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। আমাদের মনে নৈরাশ্যের ভাব উদয় হয় না। আমাদের অন্তরে আমাদের রবের বিরুদ্ধে কুধারণার উদ্রেক হয় না। আমাদের দিল জখম হয়, কিন্তু আমাদের বক্ষ আল্লাহ্‌তায়ালার নূর এবং তাঁহার উপরে ভরসায় পরিপূর্ণ এবং আমাদিগকে তাঁহার সান্ত্বনাদায়ক কণ্ঠ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলে যে, ঘাবরাইও না, আমি, যাহার কৌশলের মোকাবেলায় কোন কৌশল তিষ্টিতে পারে না, তোমাদের রক্ষক ও সহায়ক আছি।

সুতরাং বন্ধুদের উচিত, তাহারা যেন কুরআন করীমের উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর ولايت و বন্ধুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ হাসিল করার চেষ্টা করে, যিনি আল-কেতাব অর্থাৎ কুরআন করীমকে একটি সফলকাম হেদায়ত স্বরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে তাহারা যেন সত্যিকার ভাবে আপন প্রভুরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতেও তাহারা যেন দাস এবং তিনি যেন তাহাদের প্রভু হন এবং ইহা এরূপে সম্ভবপর, যেমন এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে অতি অস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে তাহারা যেন আল-কিতাবের শিক্ষানুযায়ী পুরাপুরিভাবে আমল করে। একটি পূর্ণ ও পরিণত কেতাব হইতে সেই ব্যক্তিই উপকার লাভ করিতে পারে, যে পূর্ণ ও পরিণত আনুগত্য ও উৎসাহের সহিত উহার নির্দেশিত পথ সমূহের উপর চলে। যে ব্যক্তি আনুগত্যে অপরিণত, যে ব্যক্তি আপন সাধনায় অপূর্ণ, সে আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও সহায়তা সেই ভাবে হাসিল করিতে পারে না, যে ভাবে সেই ব্যক্তি বা জামাত হাসিল করে যে তাহার আনুগত্যে এবং তাহার সাধনা ত্যাগ তিতিক্ষায় কোনরূপে ত্রুটী ও দুর্বলতার অবকাশ রাখে না।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা ওলি ও তত্ত্বাবধক বটে, কিন্তু তিনি ওলি তাহারই হন যে তাঁহার কামেল কেতাবের শিক্ষানুযায়ী আমল করিয়াছে; যে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অপরের গালি শুনিয়াও সহ্য করিয়াছে; যে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অপরের জুলুম সহিয়াও টুশব্দ টুকুও করে নাই এবং জুলুমের মোকাবেলায় জুলুম পরায়ণ পন্থা ও নীতি অনুসরণ করে নাই বরং ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে, জুলুমের প্রতিরোধের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে বাঁধ স্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন। জুলুম এই বাঁধে আসিয়া ঠেকিবে এবং ফিরিয়া যাইবে। জুলুমকে সে সময় ও ক্ষেত্রের দিক দিয়া অগ্রসর হইতে দিবে না; সমগ্র জুলুম নিজের বক্ষে তুলিয়া সহ্য করিয়া লইবে, অপরাপরকে জুলুমমূলক ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। সে নিজে জুলুমের মোকাবেলায় জুলুম করিবে না, বরং সে জুলুমের মোকাবেলায় মহব্বত, প্রেম, সহানুভূতী, সমবেদনার প্রকাশ, সৎ-কর্ম এবং সত্য ও সরল কথা বলার আদর্শ পেশ করিবে, এজন্য তাহার রব যেন তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন - এবং তাহাকে আপন আশ্রয়ে গ্রহণ করেন এবং সত্যিকার ভাবে তিনি তাহাকে আপন বান্দা ও দাস রূপে বরণ করেন এবং সত্যিকারভাবে তিনি যেন তাহার প্রভু হন,

তিনি যেন তাহার রক্ষক ও সহায় হন এবং তাহার সব কাজের দায়িত্ব যেন বহণ করিয়া লন। তাহা হইলেই সে শত্রুর প্রত্যেক অনিষ্ট, প্রত্যেক পরিকল্পনা, প্রত্যেক ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং প্রত্যেক আঘাত ও আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে। এই উপায়েই সে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

সুতরং জামাতের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তাপথ এবং প্রত্যেক বুদ্ধি-বিবেচনা হইতে ইহা ধ্বনিত হওয়া উচিত যে ان ولی ے اللہ আল্লাহ আমাদের ওলি (বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক)। তিনি ব্যতীত না কাহাকেও আমরা ভয় করি, না কাহারও শক্তি-সামর্থ আমাদের মধ্যে এমন ভীতি সঞ্চার করিতে পারে যে, আমরা ইহা ভাবিতে থাকি যে হয়ত সে আমাদিগকে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য করিয়া দিবে। আমরা মজলুম এবং আমরা মজলুম থাকিব। আমরা জালেম কখন ও হইব না। আমরা জুলুমের অবসান ঘটাইব। আমরা জুলুমের উপরে সহানুভূতি ও সমবেদনার পানি ছিটাইব, যাহাতে শয়তানের এই আগুন নিবিয়া স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আমরা ইহার মধ্যে নিজেদের রাগ, নিজেদের অহংকার এবং নিজেদের-শির্‌ক (অশংবাদীতা)-এর ইন্ধন যোগাইব না, যাহাতে এই আগুন আরও প্রজ্জলিত ও উত্তেজিত হয়।

মোট কথা, জামাত যেন এই দোয়া করিতে থাকে যে ان ولی ے اللہ (ইন্না আলিয়েইয়া লাহু)-এর মধ্যে যে মর্তবা ও মর্যাদা উল্লিখিত আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন উহা তাহাদিগকে প্রদান করেন এবং সত্যিকার ভাবে তাহারা খোদার আশ্রয়াধীনে আসিয়া যায় এবং খোদা তাহাদের সাহায্য ও সহায়তার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকেন, এবং এইরূপে তাহারা যেন শত্রুর ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা লাভ করেন। এই মর্তবা ও মার্যাদা অর্জনের জন্য যে প্রকারের কুরবানী, ত্যাগ ও তিতিক্ষা আল্লহ্‌তায়ালা আমাদিগের নিকট চান, তাহা পেশ করিতে তিনি যেন আমাদিগকে শক্তি ও সামর্থ দেন, ফলে মানব জাতি যেন পুনরায় শান্তি, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনার পরিবেশে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে এবং জুলুমের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন ও রুদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। দুনিয়াতে যেন কোন জালেম পাওয়া না যায় এবং না কোন মজলুম। ভাই যেন ভাইকে ভাইরূপে দেখিতে পায়, ভগ্নি যেন ভগ্নিকে ভগ্নিরূপে, পিতা যেন পুত্রকে পুত্ররূপে, পুত্র যেন মাতাপিতাকে মাতাপিতারূপে, স্বামী যেন স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে স্বামীরূপে দেখিতে পারে। মোট কথা, মানব যেন মানবকে মানব হিসাবে দেখিতে পারে। খোদার সমস্ত বান্দা যেন খোদার আশ্রয়ে এবং তাঁহার রহমতের নীচে একত্রিত হয় এবং সেই মহামানব (সাঃ), যিনি দুনিয়ার সর্বমহান কল্যাণকারী ছিলেন, তাঁহার স্নিগ্ধ ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ হয় এবং শান্তিময় ও কল্যাণকর এবং সাফল্য জনক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। (আমীন)।

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সজ্ঞান

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৬)

আরবী ভাষা—সকল ভাষার জননী

মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আরও একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষা তথা আরবী ভাষার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে তিনি আল্লাহতা'লার ফজলে বিশেষ অন্তঃদৃষ্টি-জনিত জ্ঞান লাভ করে ঘোষনা করলেন যে, আরবী ভাষাই সকল ভাষার জননী। ইউরোপীয় মনীষীদের ধারনা মতে সংস্কৃত অথবা পাহলবী ভাষা থেকে সম্ভবতঃ সকল ভাষা উৎসারিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মানব জাতির মূল ভাষা সম্পর্কিত অনুসন্ধানের বিষয়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। আরবীয় পণ্ডিতগণও চিন্তা করতে পারেন নাই যে, আরবী ভাষাই এই মহা গৌরবের অধিকারী হতে পারে। ঐশী বাণী সম্বলিত পবিত্র কুরআনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষন করে এবং এই পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন আয়াতের প্রেক্ষিতে হযরত মীর্যা সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আরবীই মানব জাতির সর্বপ্রথম ভাষা। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী প্রত্যেক নবী তাঁর নিজ ভাষায় স্বজাতির নিকট ধর্ম প্রচার করেছেন। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه -

(ওমা আরসালনা মের রাসুলেন ইল্লা বেলেসানে কাওমেহি)

অর্থ : "এবং আমরা কোন রসুল পাঠাই নাই—তাহার নিজ জাতির ভাষায় (প্রেরিত ঐশীবাণী) ব্যতিত।" (সূরা ইব্রাহিম : ৫)

পবিত্র কুরআনের বাণী বিশ্বজনীন। একটি বিশেষ জাতির জন্য পবিত্র কুরআন প্রেরিত হয় নাই—বরং পৃথিবীর সকল জাতির জন্য ইহা প্রেরিত হয়েছে। তাই মানুষের সর্ব প্রথম ভাষাতে পবিত্র কুরআনের অবতরণ সকল দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত এবং অর্থপূর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবীই নিঃসন্দেহে মানুষের সর্ব প্রথম ভাষা—যে ভাষা স্বয়ং আল্লাহতা'লা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত মীর্যা সাহেব উপরোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি ভাষা সম্পর্কিত ক্রম-বিবর্তনের ধারায় প্রকৃতি এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে দিক নির্দেশ করলেন। এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে আরবীর মূল শব্দ সমূহের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, আরবীই মানুষের মূল ভাষা এবং এই ভাষা থেকেই শাখা-প্রশাখা হিসেবে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এই বিষয়ের উপরে হযরত সাহেবের লিখিত পুস্তক সম্পূর্ণ হয় নাই। পুস্তকের সামান্য অংশ হিসেবে 'মিনানুর রহমান' নামে তাঁর প্রকাশনা (১৮৯৫ খৃঃ, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০৪) মনীষীদের জন্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে। [উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকটির ইংরাজী অনুবাদ 'Favours of the Beneficent' নামে ১৯৬৪ সালে 'আহমদীয়া মুসলিম ফরেন মিশনস' রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৩ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) আলোচ্য বিষয়ে লাহোরে একটি জনসভায় ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতাটি কয়েক

ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কিন্তু ঐ লেকচার পুরাপুরি প্রকাশ করা হয় নাই—শুধুমাত্র একটি 'প্রেস রিপোর্ট' প্রকাশ করা হয়েছিল। হয়ত মীর্যা সাহেবের 'মীনাস্থুর রহমান' শীর্ষক গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে শেখ মুহাম্মদ আহমদ বিভিন্ন ভাষা জরীপ করেছেন এবং তার রচিত আলোচ্য বিষয়ে দুটি গ্রন্থ 'Arabic—The Source of All Languages' (রাবওয়া থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৩ইং) এবং English Traced to Arabic' (লাহোর থেকে প্রকাশিত ১৯৬৭ ইং) দ্রষ্টব্য]

হযরত মীর্যা সাহেবের এই সকল বিশেষ জ্ঞান-গর্ভ আবিষ্কার যেমন বিস্ময়কর, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলোও সমানভাবে বিস্ময়কর। এগুলো এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই দৃষ্টান্তগুলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মোযেযা' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে—পক্ষান্তরে পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলোকে প্রাকৃতিক জ্ঞান-জগতের মোযেযা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর আরবী ভাষা-জ্ঞানের ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আশ্চর্যজনক বিভিন্ন আরবী লেখা। আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করে জগতের সামনে তিনি ঘোষনা করলেন যে আরবী ভাষাই সকল ভাষার মূল উৎস অর্থাৎ সকল ভাষার জননী। তাঁর এই ধারণার সত্যতা নানাভাবে প্রমাণিত হচ্ছে—ভাষাগত সাদৃশ্য এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 'মোযেযা'

পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কারগুলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মোযেযাপূর্ণ কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর এই আবিষ্কারগুলো এমন জ্ঞান ভাণ্ডার যা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই লাভ করতে পারেন যিনি আল্লাহতা'লার বিশেষ সান্নিধ্য, অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহতা'লার বিশেষ 'ফজল' এবং সাহায্যের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে আমাদের কাছে নতুন জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছেন সেগুলোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সেই হাদিসটি হলো :

لو كان القرآن معلقا با لثريا لنا له من فارس -

(লাও কানাল কুরআনু মুয়াল্লাকান বিস্ সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম মেন ফারেস)

"যদি কুরআন (অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা) সপ্তর্ষি-মণ্ডলেও চলে যায়, তবু পারশ্য দেশীয় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উহাকে নামিয়ে আনবেন" বুখারী : কিতাবুত-তফসির)।

ঐ সকল তফসির এবং ব্যাখ্যার সংগে অন্য কিছু সংযুক্ত করা নিরর্থক প্রচেষ্টার নামান্তর—এমন কি ধর্মীয় বিচারে অবমাননাকর বলে ধারনা করা হতো। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)কে আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনের সীমাহীন জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ব্যাখ্যা জনক অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করলেন—ঠিক যেভাবে প্রাকৃতিক জগতে জ্ঞান-রহস্য এবং সম্ভাবনার কোন সীমা পরি-সীমা নেই। দৃষ্টান্তস্থলে প্রাকৃতিক জগতের একটা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী মৌমাছির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রাণীটি খুবই সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই মৌমাছি সম্বন্ধে কত কিছু জানার রয়েছে তার কোন সীমা নেই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে এ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে।

পবিত্র কুরআন : সীমাহীন জ্ঞানের আকর :

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত সমসাময়িক মুসলিম সমাজের একটি ধ্যান-ধারনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো। সাধারনভাবে এই ধারনা পোষণ করা হয়ে থাকে যে, ইতিপূর্বে মুসলিম তফসীর কারক এবং মনীষীগণ পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা বা তফসির করেছেন সেগুলো ব্যতিত আর কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন এবং কোন নতুন ব্যাখ্যা উহার সহিত সংযোগ করা সম্ভব নয়।

ঐ সকল তফসির এবং ব্যাখ্যার সংগে অন্য কিছু সংযুক্ত করা নিরর্থক প্রচেষ্টার নামান্তর—এমন কি ধর্মীয় বিচারে অবমাননাকর বলে ধারনা করা হতো। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)কে আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনের সীমাহীন জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ব্যাখ্যা জনক অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করলেন—ঠিক যেভাবে প্রাকৃতিক জগতে জ্ঞান-রহস্য এবং সম্ভাবনার কোন সীমা পরি-সীমা নেই। দৃষ্টান্তস্থলে প্রাকৃতিক জগতের একটা অতি ক্ষুদ্র প্রানী মৌমাছির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রাণীটি খুবই সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই মৌমাছি সম্বন্ধে কত কিছু জানার রয়েছে তার কোন সীমা নেই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে এ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। মৌমাছির প্রকার, স্বভাব এবং কর্মপদ্ধতি, ইহার দৈহিক গঠন, ইত্যাদি বহু বিষয়ে জানার কোন শেষ নেই। অতি সামান্য একটি তৃনলতার মধ্যে শেষ নেই। কত অজানা তত্ত্ব এবং তথ্য নিহিত আছে তার কোন সীমা নেই। যদিও আমরা অনন্ত কাল ধরে লক্ষ্য করতে থাকি এবং হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে থাকি তবুও খোদাতায়ালার সৃষ্টি বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞান রহস্যের কোন সীমা পরিসীমায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে খোদাতা'লার বাণী (অর্থাৎ word of God) তথা 'কালামুল্লাহ' বা পবিত্র কুরআনের অর্থ নিশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত সকল জ্ঞান প্রাথমিক যুগের মুসলিম সাধকদের কাছেই পূর্ণরূপে অনাবৃত হয়েছে এবং আর অধিকতর কোন কিছুই অবশিষ্ট নাই—একথার পশ্চাতে কি যুক্তি থাকতে পারে?! যদি বাহ্যিক জগতে নিত্য নতুন রহস্য উদঘাটিত হতে পারে, তাহলে আল্লাহতা'লার বাণী তথা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে নব নব আবিস্কার হতে পারবে না কেন? বরং বর্তমান কালের অপূর্ব জাগতিক উন্নতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে পবিত্র কুরআন হতে এমন জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মোচিত হওয়া অত্যাবশ্যক, যার মাধ্যমে আধুনিক অগ্রগতি এবং আবিষ্কার প্রসূত বিষয় এবং সমস্যাবলীর ধর্ম-বিরোধী প্রভাবের যথোপযুক্ত মোকাবেলা করা সম্ভব। এরূপ মোকাবেলার যথার্থতা এবং বাস্তব সাফল্যের দ্বারাই আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের প্রেম ও মহব্বত আরো বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

হযরত মীর্যা সাহেব উপরোক্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বর্তমান জামানার বিভিন্ন 'আবর্তন-বিবর্তন' উন্নতি-অবনতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দান করেছেন। প্রাথমিক যুগের তফসিরকারগণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জানতেন না। এই করণে দেখা গিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত এই সকল ঘটনার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী গুলোকে কেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু

(অবশিষ্টাংশ ২০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

প্রশ্ন এবং উত্তর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খৃষ্টান : যীশুর শিষ্যদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তবাই করা হয়েছিল, নিষ্ঠুর নির্যাতন ও দুঃখকষ্টের শীকার হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরাই কি জনগণকে এই বলে ধোকা দিয়েছিলেন যে, মসিহ ক্রুশে মারা গেছেন এবং পরে আবার উত্থিত হয়েছেন ?

আহমদী মুসলিম : যীশুর প্রতি ইমান আনার জন্য শিষ্যরা নির্যাতিত হয়েছিলেন—এটা কোন নূতন কথা নয়। প্রথম বিশ্বাসীরা বরাবরই অত্যাচারিত হয়েছেন। এর হিসাব নিতে গেলে পাষান হৃদয়ও বিগলিত হবে—কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বাকী থাকলো—তাঁরা যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণকে গ্রহণ করেছিলেন কি করে—সেই কথাটা। এথেকে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা কতবেশী সাধাসিধে ছিলেন, যে কথায় উল্লেখ করেছেন মথির ভাষ্যকারও। যেহেতু তাঁরা ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন না, সেহেতু ইহুদীদের প্রপাগাণ্ডাকেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পৌলের মত ধূর্ত লোকেরা যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণকে নিয়ে অভিনব কাহিনী সৃষ্টি করে নেয়।

খৃষ্টান : যীশু অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে, কবরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন কি করে ? তাছাড়া, কবরের মুখে তো পাথরও চাপান ছিল ?

আহমদী মুসলিম : যীশু নিজের থেকে বেরিয়ে আসেননি ; বলাই তো হয়েছে যে, অরিমাথিয়ার যোসেফ ও নীকদীম তাঁকে বহন করে এনেছেন এবং মশলা-মলম লাগিয়ে তাঁকে সুস্থ্য করে তুলেছেন। এই দুইজনের একে অপরকে সাহায্য করেছিলেন। কবরটা যেহেতু অনেক কোশাদা সেহেতু চার পাঁচজন লোক এর ভিতরে অনায়াসে থাকতে পারে। আমি নিজেও দেখেছি কবরটি।

খৃষ্টান : ইহুদীরা, মানে রাষ্ট্রের তরফ থেকে তো কবরটি পাহারা দেওয়ার জন্য শত-পতি সেনানায়কদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। সেনানায়করা থাকতেই যীশু কি করে সেখান থেকে চলে যাওয়ার সাহস পেলেন ?

আহমদী মুসলিম : ইহুদীরা কবর পাহারা দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল তাদের বিশ্রাম দিবসের পর। বিশ্রাম দিবস বা সাব্বাথের রাত ও দিনই ছিল ঐ কাজের জন্য যথেষ্ট। যীশুর দু'জন নিবেদিতচিত্ত শিষ্য, যাদের কথা বলেছিলেন পীলাত, তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সেজন্যই পীলাত ইহুদীদের দাবী তৎক্ষণাত মেনে নিয়েছিলেন।

এবং বাহ্যতঃ ভাল মানুষী দেখিয়ে তাদের নিজেদেরকেই পাহারার বন্দোবস্ত করে নিতে বলেছিলেন। এইভাবে বাহ্যিক তোষামোদের ভান করে তিনি আসলে তাদের আহাম্মুকীর জন্য পরিহাসই করেছিলেন।

খৃষ্টান : সুসমাচারগুলিতে আছে যে, যীশু মৃত থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, এবং সেনানায়করা তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ দিয়েছেন।

আহমদী মুসলিম : সেনানায়কদের প্রমাণে ব্যাপক গরমিল আছে। আমি তো ঐগুলির আসল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছি। তিনি মৃত থেকে উত্থিত হয়েছেন বলে যে পৌলের জবর দাবীটা, তা মানতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমরা মানুষের সহজ বিশ্বাস প্রবণতা থেকে কোনো ফায়দা ওঠাতে চাই না। আমরা চাই স্বচ্ছ সাফ ঘটনা, প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কথাটার অর্থ আসলে 'ভীষণ দুর্ভোগ' ঠিক সেইভাবে, যেভাবে পৌল বলেছিলেন যে, "আমি হররোজ মারা যাই।"

খৃষ্টান : যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন চল্লিশ দিনের জন্য এবং তাদেরকে নিজের ক্ষতচিহ্নগুলিও দেখিয়েছিলেন। এরপরে আপনারা কি করে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুকে অস্বীকার করেন?

আহমদী মুসলিম : যদি তাদের স্বপ্নের মধ্যে যীশু আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে তা বিশ্বাস করার প্রশ্ন অবান্তর। আর যদি তিনি বাস্তবেই আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে তাতে এটাই প্রমাণিত হবে যে, তিনি জীবিত ছিলেন। এবং তিনি জীবিত ছিলেন ক্রুশ থেকে নামানোর সময়েও। এমতাবস্থায়, আপনারা কি করে জেদ ধরতে পারেন যে তিনি ক্রুশের উপরেই মারা গেছেন? বিশেষতঃ যখন সুসমাচারগুলি এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধীতায় মুখর।

খৃষ্টান : আমরা তো বিশ্বাস করি না যে, সুসমাচারগুলি, এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থার আগা গোড়াই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। সুসমচার-লেখকরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখেই সুসমাচারগুলি লিখে গেছেন; কাজেই তাঁদের একের সঙ্গে অপরের গরমিল দেখা যায়। প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব বিশেষ বিশেষ চাহিদা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই লিখেছেন।

আহমদী মুসলিম : অতএব, সুসমাচারগুলির বিবরণের উপরে আমরা আস্থা রাখতে পারি না। মাত্র একটা ঘটনার মধ্যকার এই আসমান-যমিন মতবিরোধ দ্বারা এটাই অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হয় যে, সুসমাচারগুলি নকল। এই মতবিরোধ নিরসনের মাত্র একটাই পথ আছে, এবং আমি যা ইতিপূর্বে বলেও এসেছি, তা হলো আপনাদের উচিত 'খোদা'কে ক্রুশে নিহত করার বিশ্বাসটা পরিত্যাগ করা।

খৃষ্টান : আমরা মনে করি না যে, যাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, তিনিই খোদা বরং যীশু মৃত্যু বরণ করেছিলেন মানুষ হিসাবেই।

আহমদী মুসলিম : নিহত সত্তাটি যদি মানুষই হয়ে থাকেন, তা হলে তো মনুষ্য-জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মানুষ? খোদার কী প্রয়োজন যে, তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে দুর্বল অবস্থায় নিপতিত হন? আসল কথা, যীশু ক্রুশে মারাই যান নি। কোনো সুসমাচার-লেখক কি এই সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে, তিনি যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুকে নিজে দেখেছেন? আর পৌলের সাক্ষ্য? সে তো কোনক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না। কারণ পৌল না ছিল শিষ্যদের কেউ, না ছিল সে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় উপস্থিত। তার বিবরণী শোনা কথার বিবরণ, তাই প্রত্যাখান যোগ্য। ঐ বিশ্বাসটা করার পেছনে পৌলের একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে চেয়েছিল ক্রুশবিদ্ধকরণ ব্যাপারটাকে প্রথমে প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাজে লাগাতে এবং পরে যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে তা একটা যুক্তি হিসাবে খাড়া করতে।

খৃষ্টান : পৌলের একটি পত্রে বলা হয়েছে যে, রক্তপাত ছাড়া ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয়।

আহমদী মুসলিম : সেটা তো পৌলের দাবী। খোদার ইচ্ছাতো—তিনি দয়া চান, রক্ত দান চান না (হোশীয়া)। তবু আমরা যদি ধরেই নেই যে, পৌলের কথাই ঠিক, তাতেই বা কি করে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে মারা গেছেন? আপনাদের প্রথম দায়িত্ব যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু প্রমাণিত করা তারপর তাঁর সেই মৃত্যুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। আমি প্রমাণ করেছি যে, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু বাইবেল থেকে প্রমাণিত হয় না।

খৃষ্টান : যীশু যদি ক্রুশে না মারা গিয়ে থাকেন, তবে তো আমাদের ধর্ম-প্রচার করাটা বৃথা। আমরা তো দুঃখ ভোগের জন্য কোনো পুরস্কারই পাব না। সব নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাহলে, কেন আমরা আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরোই, কেনই বা খৃষ্টধর্মের সুসমাচার প্রচার করে বেড়াই?

আহমদী মুসলিম : সে যাই হোক না কেন, আপনাদের প্রচারনায় কোনো ফল হোক চাই না-ই হোক; মসিহ (তাঁর উপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক) ক্রুশে মারা যান নাই। আমার যুক্তি-তর্কই তার অকাট্য প্রমাণ। খোদার কথা—"তারা তাঁকে কেটেও ফেলেনি, ক্রুশে বিদ্ধ করেও মরেনি,"—সত্য, পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসই মিথ্যা।

আমাদের শেষ কথা : আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। (সমাপ্ত)

অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার অবশিষ্টাংশ

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

এরূপ ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুরা 'আল তকভীর' সংক্রান্ত পূর্ববর্তী তফসির সমূহে কেয়ামত দিবসের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ এই সুরায় বর্তমান কালের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের কতকগুলো ভবিষ্যদ্বানীর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। বিষয়টিকে আরো স্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য আমরা উক্ত সুরার কয়েকটি আয়াত অর্থসহ উপস্থাপন করবো এবং কিভাবে এই সকল আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী সমূহ পূর্ণ হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদী মেয়ের পণ

আমি ভয় করিনা তোমায় ছাড়া, ওগো আল্লা দয়াবান,
ওগো আল্লা দয়াবান,
জ্ঞান চর্চা করব আমি, ভবে হব প্রকাশমান,
ওগো আল্লা দয়াবান।

খোদার কালাম কোরান খানী,
অর্থ সহ পড়ব আমি,
দ্বীন ইসলামের পাঁচটি রুকণ, আল্লাহতালার নিজ ফরমান,
চলব আমি পর্দামত,
করব সেবা সৃষ্টি যত,
দ্বীন ইসলামের তরে আল্লা, করব আমি জীবন দান,
ওগো আল্লা দয়াবান।

পাক নবীজীর শিক্ষা মতে,
সত্য ন্যায়ের মুক্ত পথে
চল্‌ব আমি এই জগতে, হাতে লয়ে জয় নিশান,
ভবিষ্যতের মাতা আমি,
নূতন জগৎ গড়ব আমি,
ওহে প্রভু জগস্বামী, কর মোরে শক্তিদান।
ওগো আল্লা দয়াবান।

ভবে যারা পথ হারা,
পায়না কোন কুল কিনারা,
দ্বীনের মাহ্‌দী তাদের তরে, হইলেন ভবে প্রকাশমান।
কোরআনের ঐ মশাল ধারী,
তিনি মোদের সুকাণ্ডারী,
মোহাম্মদের গোলাম তিনি, আমার হাতে সেই নিশান।
ওগো আল্লা দয়াবান।

আয়েশা ছিদ্দিকার মত,
মরিয়ম, আছিয়ার মত,
ফাতেমা জুহরার মত, বানাও মোরে মুর্ত্তিমান,
আমার দোয়া কবুল কর
অযাচিত দয়া কর,
দ্বীন ইসলামের বিজয় প্রভু, কর ভবে শীঘ্র দান।
ওগো আল্লা দয়াবান।

—মোঃ ছলিমুল্লাহ

অসিয়তকারী বন্ধুগণের জন্য জরুরী এলান

স্থানীয় আমীর সাহেবগণ/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের নিকট সবিনয় আরজ এই যে, স্ব স্ব জামাতের সদর সাহেব মজলিশে মুসিয়ানের মারফতে নিজ নিজ জামাতের পৃথক পৃথক কাগজে প্রত্যেক অসিয়তকারীর নাম, পিতার নাম/স্বামীর নাম, অসিয়ত নম্বর, পূর্ণ ঠিকানা, এবং এর সাথে অসিয়তকারী সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্ক বর্ণনা লিখাইয়া তাহার স্বহস্তকৃত দস্তখত অথবা টিপ সহি নিয়া অতঃপর সমস্ত একত্রিত করিয়া (সেক্রেটারী অসিয়ত, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বরাবরে) যেন নেজারত বেহেশতী মাকবেরা, রাবওয়াতে পাঠানো যায়। এই কাজ বেশীর পক্ষে দুই মাসের মধ্যে করিতে হইবে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগনের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, তাহারা নিজেদের জামাত গুলিতে মেহেরবাণী করিয়া এই এলান পৌঁছাইয়া দিবেন।

এই কাজ জামাতের নেজামের মাধ্যমে হওয়া উচিত। কিন্তু প্রত্যেক অসিয়তকারীর ইহা ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে। যদি জামাতের নেজামের কোন প্রতিনিধি কোন অসিয়তকারী পর্যন্ত না পৌঁছেন, তাহা হইলে অসিয়তকারী নিজেই তাহার সম্পর্ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নেজারত বেহেশতী মাকবেরাকে সরাসরি জানাইয়া দিবেন।

১) অসিয়তকারীর বর্তমান সম্পত্তি/স্থাবর-অস্থাবর -ইহাতে ঘর-বাড়ী, কৃষি জমি, আবাসিক প্লট, কোম্পানীর শেয়ার, জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট নিয়োজিত পুঁজি (ব্যবসায় নিয়োজিত পুঁজি), মুল্যবান যন্ত্রপাতি, কল-কারখানার যন্ত্রপাতির মুল্যায়ন, গৃহের আসবাব-পত্র।

(২) অসিয়তকারী যদি তাহার হিসসায়ে জায়েদাদ আদায় করিবার জন্য ইতিপূর্বে তশখিস করাইয়া থাকেন, তবে তাহা সবিস্তারিত লিখিবেন। তশখিস করাইবার পরে যদি তাহার সম্পত্তির মধ্যে কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। যেমন:—কোন সম্পত্তি কোন অংশ যদি বিক্রি হইয়া থাকে অথবা হেবা করা হইয়া থাকে অথবা সম্পত্তির মধ্যেও কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে। সম্পত্তি বৃদ্ধির অর্থ এই যে, নূতন সম্পত্তি অর্জন করা এবং ইহাও যদি পুরাতন বাড়ীর মধ্যে নূতন কামরা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, তাহাও সম্পত্তি বৃদ্ধির মধ্যে গণ্য করা হইবে।

(৩) যদি এই নূতন সম্পত্তি অথবা নতুন কামরা কোন আত্মীয়-স্বজনের টাকা পয়সা দিয়া বানানো হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পরিবর্তনের তারিখ এবং এই পরিবর্তনের প্রকার-ভেদ-এর বিশদ বিবরণ পেশ করিবেন। এবং ইহাও বলিবেন যে, ইহাতে কি পরিমাণ টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং এই টাকা ব্যয়ের পরে ইহার ফলস্বরূপ আপনার মালিকানার মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে?

(৪) যদি কোন অসিয়তকারী নিজের পয়সা দিয়া কোন সম্পত্তি অন্য কোন আত্মীয়ের নামে খরিদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারও বিশদ বিবরণ দিতে হইবে। মোট কথা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক অসিয়তকারী হইতে তাহার বর্তমান সম্পত্তি সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি নূতন করিয়া বিশদভাবে জানিয়া এবং প্রত্যেক অসিয়তকারী দ্বারা দস্তখত করাইয়া নেজারত, বেহেশতী মাকবেরাকে পাঠানো উচিৎ হইবে। এই সমস্ত বিবরণগুলি সেক্রেটারী, মজলিশে কারপরদাজ, বেহেশতী মাকবেরা, পোঃ রাবওয়া, জিলা-ঝং, পাকিস্তান, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। (আলফজল ৩০শে, এপ্রিল, ১৯৭৯ সন)

—সেক্রেটারী ওসিয়ত, বাঃ আঃ আঃ

সংবাদ

সাফল্যের সহিত 'কায়েদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত

বিগত ২২শে জুলাই ১৯৭৯ই: রোজ রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত একদিন ব্যাপী "কায়েদ সম্মেলন" ঢাকা দারুত তালীম মসজিদে আল্লাহতা'লার অশেষ ফজল ও রহমে বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মোহতারম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের ২৪টি মজলিস হইতে কায়েদ এবং প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। এই কনফারেন্স ৩ জন বিভাগীয় কায়েদ এবং ৩জন জিলা কায়েদ যোগদান করেন। স্থানীয় মজলিস সমূহের তালিমী ও তরবীয়তী কার্যক্রমকে আরো জোরদার এবং ফলপ্রসূ করার জন্য এই সম্মেলনে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং এখন হইতে পূর্ণোদ্যমে তালিমী ও তরবীয়তী কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৭ হইতে ৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা যাহাতে বিশেষভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয় তজ্জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী গৃহিত হয় (উক্ত কার্যসূচীর আলোকে "জরুরী সার্কুলার" ইতিমধ্যে সকল মজলিসে পাঠানো হইয়াছে)।

সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও উক্ত কনফারেন্সের বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিল উহার বৈকালিক অধিবেশন যাহাতে রাবোয়া হইতে আগত মৌলানা রাজা নাসির আহমদ, সদর মুরুব্বী "প্রশ্ন-উত্তর" কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্ন-উত্তর পরিচালনায় জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, (সদর মুরুব্বী) এবং আরো কয়েকজন ভ্রাতাও অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর জনাব রাজা নাসির আহমদ সাহেব খোদ্দামের উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষণ দান করেন যাহাতে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার আদর্শ এবং কর্ম-পদ্ধতি, এবং সেই সংগে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলামের মহা-বিজয়ের গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ইসলামের বিশ্বব্যাপী মহা-বিজয় এবং আমাদের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। আসাম হইতে আগত জনাব এম, এইচ, কাদের সাহেব আসামের আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব খোদ্দামের উদ্দেশ্যে নসিহত পূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম জনাব নায়েব আমীর সাহেব। অতঃপর চা চক্রের আয়োজন করা হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে রাত ৮ ঘটিকায় কায়েদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

আহমদনগর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

বিগত ১০/৭/৭৯তাং রোজ মঙ্গলবার স্থানীয় আহমদীয়া জুনিয়ার হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আহমদনগর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা আল্লাহর ফললে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানরত মোয়াল্লেমগণের রিফ্রেসার কোর্স ট্রেনিং ক্লাশের পরিচালনা উপলক্ষে রাবওয়া হইতে আগত জনাব মৌলানা রাজা নাসীর আহমদ সাহেব, সাবেক মোবাল্লেগ ইন্দোনেশিয়া উক্ত ইজতেমার সভাপতিত্ব করেন। ইজতেমার কার্যক্রম আরম্ভ হয় বাদ জোহর, মৌঃ আবু তাহের সাহেবের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব হুররে ছামীন হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান। তারপর দরসে কোরআন, দরসে হাদীস ও দরসে মলফুজাত যথাক্রমে প্রদান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌঃ সৈয়দ ইজাজ আহমদ ও মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেবান।

তারপর খোদ্দামের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা ও উপস্থিত বুদ্ধি, (মুশাহিদা ও মোয়ায়েনা এর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর সমবেত সকল খোদ্দাম এবং অন্যান্য সকল যোগদানকারীকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। অতঃপর দৌড়, কবাডি এবং ভলিবলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ইজতেমার সভাপতি জনাব রাজা সাহেব সমবেত খোদ্দাম ও আতফালের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ইমান উদ্দীপক উপদেশমূলক বক্তৃতা দানের পর প্রতিযোগিতা সমূহে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত বাবরকত ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। যোগদানকারী ছিলেন প্রায় ১৫০ শত খোদ্দাম ও আতফাল এবং আনসার। লাউড্‌স্পিকারের সুব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব শহিদ আহমদ সাহেব উক্ত ইজতেমার ব্যবস্থাপনায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। জাযাহুল্লাহ তায়ালা।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

খোদার পর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয় খোদার কসম আমি শক্ত কাফের।।

[ফারসী হুররে সমীন]

—হযরত ইমামম মাহদী (আঃ)

পাদ্রী সাহেবের সহিত
একটি মনোজ্ঞ আলোচনা

গত ১৬/৭/৭৯ তেজগাঁয়ে ফিলিপাইন হতে আগত Mr Danny নামক একজন খৃষ্টান পাদ্রীর সহিত ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহের মোতামাদ জনাব মাজাহারুল হক সাহেব। এর পূর্বে তেজগাঁ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নাজেম মাল খন্দকার বেনজীর আহমদ উক্ত পাদ্রী সাহেবের সহিত দুই দিন আলোচনা করেছিলেন। দ্বিতীয়বারের আলোচনা হয়েছিল একজন খৃষ্টান প্রতিবেশীর বাড়ীতে।

সেই আলোচনায় উক্ত পাদ্রী সাহেবকে খন্দকার বেনজীর চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন যে বাইবেলে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে। উত্তরে পাদ্রী সাহেব বলেছিলেন যে বাইবেলে কোন Contradiction নাই। ইহাতে তাহাদের পরস্পর চূড়ান্তভাবে একথা স্থির হল যে বাইবেলের মধ্যে কান্ট্রাডিক্শন দেখাতে পারলে পাদ্রী Mr Danny মুসলমান হবেন। আর যদি বাইবেলে Contradiction প্রমাণ না করা যায় তবে বেনজীরকে খৃষ্টান হতে হবে। উক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৬/৭/৭৯ তারিখ সাব্যস্ত করা হলো।

অতঃপর উক্ত ঘটনা হয়ত আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ-এর নোটিশে আনা হলে তিনি জনাব মাজাহারুল হক সাহেবকে আলোচনার জন্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। তৃতীয় বারের ধার্যকৃত তারিখে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একজন স্থানীয় আহমদী বন্ধুর বাসায়। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ আলোচনায় অনেকের মধ্যে পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে তদীয় স্ত্রী Mrs Danny এবং তাঁর কন্যাও উপস্থিত ছিলেন। জনাব হক সাহেবের সহিত পাদ্রী সাহেবের এই আলোচনা ইংরেজী ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

আলোচনা প্রসংগে জনাব হক সাহেব বল্লেন, "দেখুন Mr Dannay। আপনি ত বলেন বাইবেলে দু'রকম কথা নাই। কিন্তু আমরা বাইবেলে বহু দু'রকম কথা দেখতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন, Old Testament-এর Leviticas 24 : 19, 20 এ লেখা আছে, "তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে—নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু New Testament-এ দেখা যায়—যীশু তার বিপরীত শিক্ষা দিয়েছেন—"একজনে একগালে চর দিলে তোমার আর একগাল পাতিয়া দিবে।"

—মথি ৫ : ৩৮-৪০

ইহাতে Mr Danny নিরুত্তর হয়ে চুপ হয়ে গেলেন। তখন হক সাহেব পুনরায় বললেন, "দেখুন, আপনি ত এর জবাব দিতে পারলেন না কিন্তু আসলে আমরা একে Contradiction মনে করি না। কারণ ঈশ্বর যুগোপযোগী নির্দেশ দান করে থাকেন। যে

যুগে যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাহাদের কল্যাণের জন্য দিয়ে ছিলেন"। তখন Danny বল্লেন, "Right, right". অতঃপর হক সাহেব বল্লেন, সেই জন্যই বাইবেলের সংস্কার ও মানব জাতির পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। কুরআন শরীফ সে উদ্দেশ্যেই এসছে মানবজাতির পূর্ণ সংস্কার ও হেদায়াত নিয়ে। এই প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে Mr Danny তখন বল্লেন, "আসল কথা হলো মিঃ হক, আমরা তো সবাই পাপী। যীশু আমাদের সেই পাপ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। কারণ? আমরা সবাই জন্মসূত্রে পাপী, কেননা আদম পাপ করেছিল।"

তখন হক সাহেব বল্লেন, "আদম পাপ করেছিলেন বাইবেলে এমন কথা কোথাও নাই। আপনি ইহার প্রমাণ দেখাতে পারেন কি?"

Mr Danny বাইবেল খুলে রোমিও 3 : 23 দেখালেন এবং বল্লেন, "এইতো এখানে সকলের পাপী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।"

হক সাহেব বল্লেন, "ইহা তো ঈশ্বরের কথা নয়, ইহা পৌলের নিজস্ব কথা। আদম পাপ করেছেন কিনা তা ঈশ্বর বলবেন, কারণ পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হয়। বড়জোর ঈশ্বরের নবী হিসাবে যীশু বলতে পারতেন। যেখানে ঈশ্বর আদমকে পাপী সাব্যস্ত করেন নাই, যীশুও যার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই সেখানে পৌলের কি অধিকার আছে একথা বলার।" তিনি আরও বল্লেন "দেখুন, 'আদম আসলে পাপ করেন নাই—এটা কুরআন শরীফের কথা, আমার কথা নয়।' তখন পাদ্রী সাহেব কুরআনের রেফারেন্স চাইলে হক সাহেব সূরা তোয়াহা-এর ১১৬ নং আয়াত খুলে দেখালেন : فنسى ولم نجد له عزما

অর্থাৎ, "আদম ভুলিয়াছিলেন—(আমার আদেশ অমান্য করার) তাঁহার সংকল্প আমরা পাই নাই।"

অতঃপর Mr Danny কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বল্লেন, "তবুও আমরা সবাই পাপী।"

তৎক্ষণাৎ জনাব হক সাহেব বললেন, "না, আমি তো পাপী নই।" মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আরও অনেকে বল্লেন যে "আমরাও পাপী নই" জনাব হক সাহেব পুনরায় বললেন যে, "দেখুন, আমাদের মত লাখ লাখ মানুষ আছে যারা পাপী নয়।"

তখন পাদ্রী সাহেব বল্লেন, 'আমি তো পাপী।"

তখন জনাব হক সাহেব বল্লেন, "ছি! এটা আপনি আমার নিকট বলছেন কেন? আমি কি আপনার পাপ ক্ষমা করতে পারব?! মানুষ যদি পাপ করে তবে কি সে মানুষের নিকট বলে বেড়ায়, না লুকায়? 'আমি পাপি—আমি পাপি' এ ধরণের কথা প্রকাশ্য বলে বেড়ানো তো হলো mockerry of Relegion,—উপহাস মাত্র। আপনার যদি সত্য সত্যই ক্ষমা পাওয়ার ইচ্ছা হয় তবে রাত্রে যখন সবই ঘুমিয়ে যায় তখন ঘুম থেকে উঠুন এবং ঈশ্বরের দরবারে বেকুল চিত্তে ক্রন্দন করে করে ক্ষমা প্রর্থনা করুন। একমাত্র তিনিই আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন। আপনি মানুষের নিকট বলে বেড়াচ্ছেন কেন?"

অত পর Mr Danny বল্লেন, "যদি আদম পাপ করেন নাই, তবে ঈশ্বর আদমকে কেন শাস্তি দিলেন?" হক সাহেব ইহার প্রমাণ চাইলেন। তখন **Mr. Danny** বাইবেল খুল্লেন এবং **Genesis –3 : 14-19** পাঠ করে শুনালেন: 'যেহেতু আদম পাপ করেছেন সে জন্যই ঈশ্বর এই শাস্তি দিয়েছেন যে—পুরুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে কষ্ট করে খেতে হবে। নারীকে প্রসব বেদনার সহিত সন্তান প্রসব করতে হবে। সাপ বুকের ভরে হেটে চলবে' ইত্যাদি।

তখন জনাব হক সাহেব বল্লেন "মিঃ ডেনী। যেহেতু আদম পাপ করেছিলেন, সে জন্য পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আহার যোগার করতে হয়—তাই যদি সত্য হয় তবে আমারা দেখতে পাই এই দুনিয়াতে লাখ লাখ মানুষ এমনও আছে যাদের খাওয়া-পরার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে ত দূরে থাক, তারা বিনা পরিশ্রমে মদমত্ত থেকে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করেই কোলাতে পারছে না। তারা কি পাপ করেন নাই? অথবা তারা পাপ করেও ঈশ্বরকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন নাকি? সাপ ছাড়াও পৃথিবীর বহু প্রাণী আছে যারা বুকের ভরে হাটে চলে, তারাও কি পাপ করে ছিল নাকি? মিঃ ডেনী। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্রের এত উন্নতি ঘটেছে যে সীজেরিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রসব বেদনা ছাড়াই হাজার হাজার নারী সন্তান প্রসব করছেন। তারা কি সেই আদি পাপে পাপী নন? অথবা পাপী হলে তারাও ত ঈশ্বরের শাস্তিকে ফাঁকি দিচ্ছেন। মিঃ ডেনী, আপনি আরো লক্ষ্য করুন—কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষের যখন প্রসব হয় তখন তাদেরও বেদনা হয়—প্রসব বেদনায় তারা ছটফট করতে থাকে, তারাও কি সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ছিল? তারাও কি সেই পাপে পাপী?" অতঃপর তিনি আরও বল্লেন, বাইবেলের উক্ত কথাতে কি পাপ প্রমাণিত হয়, তাহলে বলুন, আদম কি করে পাপি হলেন?

জনাব হক সাহেব পাদ্রী সাহেবের দাবীর অসারতা বাইবেল থেকে এইরূপে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করলে তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। তৎপর জনাব হক সাহেব বড় আন্তরিকতার সহিত বল্লেন, দেখুন মিঃ ডেনী, আমি আপনার অথবা খ্রীষ্টধর্মের শত্রু নই। আমি যা কিছু বলছি সেগুলো আমার কথা নয়। আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের আলোকে বলছি। সুতরাং আমি আপনাকে বড় আন্তরিকতার সহিত এই পরামর্শ দিব যে আপনি বাইবেল যখন পাঠ করবেন কুরআনের আলোকে পাঠ করবেন। তাতে আপনি পথভ্রষ্ট হবেন না। কুরআন শরীফ শেষ এবং চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ, ইহাতে বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি নাই এবং বাইবেল সহ পূর্বের সকল ধর্মগ্রন্থের ভ্রান্ত-ধারণাসমূহ খণ্ডন করে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছে।" পরিশেষে পাদ্রী সাহেব গত্যান্তর না পেয়ে টালবাহানা ধরেন এবং বলেন, "আজ আমার হাতে সময় নাই—পরে কথা হবে।" এই বলে তিনি সভা ত্যাগ করলেন কিন্তু তেজগাঁও মজলিসের খোদ্দাম রীতিমত যোগাযোগ করার পরও আজ পর্যন্ত পাদ্রী সাহেবকে আর আলোচনার জন্য নাগাল পায় নাই।

আমরা আশা করি, উপরুক্ত আলোচনায় তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তেমনিভাবে আমরা সকল খৃষ্টান ভাইদের হেদায়েত ও মঙ্গল কামনা করি।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

মুয়াল্লেমীন রিফ্রেসার কোর্স ও ট্রেনিং ক্লাশ

সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

বহু আকাঙ্খিত মুয়াল্লেমীন রিফ্রেশার কোর্স ও ট্রেনিং ক্লাশ আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২২শে জুন হইতে ২০শে জুলাই ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত আহমদনগরে অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে মর্কাজ হইতে উক্ত ক্লাশের ইন্‌চার্জ হিসাবে মোওপাল রাজা নসীর আহমদ সাহেব যোগদান করেন। তেমনিভাবে তাঁহার সহকারী হিসাবে ছিলেন সদর মুরুব্বী সাহেবান—মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ, মৌঃ মুহিবুল্লাহ ও মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং সদর মুয়াল্লিম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে নিয়োজিত মুয়াল্লেম সাহেবান ও আহমদনগর আহমদীয়া জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক বৃন্দ এবং নতুন মুয়াল্লেম হওয়ার জন্য আগ্রহী তিনজন যুবকও মোট ২২ জন ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

২২ শে জুন জুমার নামাযের পর উক্ত ক্লাশের উদ্বোধন করেন মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঃ আঃ। দৈনিক তাহাজ্জুদের নামাজ হইতে ক্লাশের কার্যক্রম আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলা ও পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের র সহিত অব্যাহত থাকিত। সকাল ৭ ঘটিকা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত ধারাবাহিক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ফজরের নামাজ ও দরসে কুরআনের পর ৪৫ মিঃ এবং আসরের নামাজের পূর্বে ৪৫ মিঃ-এর জন্য কুরআনের শরীফ হিফজ ও তজবিদ এবং নজম শিক্ষার ক্লাস অনুষ্ঠিত হইত। ইহা ছাড়া ক্লাশে ১। কুরআন তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর সুরা বাকারা), ২। আরবী গ্রমার, ৩। হাদিস শরীফ, ৪। উর্দ্দু শিক্ষা, ৫। এলমে কালাম— ওফাতে মসীহ, খতমে নবুওত, সাদাকাতে মসীহ মওউদ, এতেরাজ সমূহের উত্তর, ইসলামী খেলাফত, ইসমতে আম্বিয়া ৬। খ্রীষ্টধর্ম ৭। বাহাই ধর্ম ৮। ফিকাহ, ৯। ইসলাম ও আহমদীয়াতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০। হযরত মসীহ মওউদ আঃ এর দশ খানা পুস্তক। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক দিন বাদ মাগরিব মসজিদে বক্তৃতার ক্লাশ অনুষ্ঠিত হইত। দৈনিক উহাতে তিনজন মুয়াল্লেম বক্তৃতা করিতেন এবং উহা ছাড়া দৈনিক বাদ আসর ও মাগরেব মুয়াল্লেমীনের দ্বারা যথাক্রমে মলফুজাত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং হাদীস শরীফের দরস দেওয়ান হইত।

উল্লিখিত বিষয়গুলির শিক্ষাদান করেন মৌলানা নসীর আহমদ, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ মৌঃ মুহিববুল্লা সাহেবান। কুরআন তেলাওয়াত ও নজমের শিক্ষা দান করেন মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব। পরিশেষে সকল বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং বিদায় অনুষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীগণকে পুরস্কার দান করা হয়।

মোহতারম আমীর সাহেবের সুব্যবস্থাধীনে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ এবং সাধারণভাবে জামাতের সকল সদস্য এই ট্রেনিং ক্লাশে যোগদানকারী-দিগের জন্য রান্না ইত্যাদি সকল দিক দিয়া সুখ-সুবিধা বিধানের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম এবং প্রাণ ঢালা খেদমত করিয়াছেন। জাযাকুমুল্লাহুতায়ালা।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, 'আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Mohammed Ali Anwor